দৈনিক জনকণ্ঠ
15
তারিখ 14 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলম ৭

# প্রাথমিক স্তরে ভাষা-শিক্ষানীতি

*(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

## ডঃ শুভংকর চক্রবর্তী

শিশুর বিকাশ বিলম্বিত হতে পারে, শিশু জড়বুদ্ধি হতে পারে। এর থেকে রক্ষা পাবার পথ হবে যদি বাঙালী পরিবার শিশুর জন্ম থেকে পরিবারের মধ্যে এবং তার বিচরণের জগতে একটি ইংরেজী ভাষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে। দ্বিতীয় পথ, প্রাথমিক স্তরে একমাত্র মাতৃভাষা শিক্ষা, মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুজগতের গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটে। যোগাযোগকারী এলাকাগুলো ধাপে ধাপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সুতরাং ১০/১১ বছর বয়স থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ এক বা ততোধিক ভাষা চাহিদানুযায়ী শিখতে পারে। চর্চা না করলেও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি জমা থাকবে। এভাবে শিক্ষাবিদরা, ভাষাবিদরা, শারীর বিজ্ঞানীরা শিক্ষাধারা, দেহ-মন বিশ্লেষণ করে অভিমত দিয়েছেন- প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাই একমাত্র ভাষা।

বিশেষজ্ঞদের এইসব গবেষণা থেকে শিক্ষা নিয়েই উন্নত দেশগুলো যেমন- ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সোভিয়েত রাশিয়ায়, চীনে, জাপানে, জার্মানিতে কোথাও প্রাথমিক স্তরে প্রথম ভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা সরকারী শিক্ষার অন্তর্গত করা হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন নিয়ে অনেক রকম কথা শোনা যাচ্ছে। ডি. সি বিশ্বাস (D.C Biswas) f'Jr Report on Public Education in the U.S.S.R-এ লিখেছেন-রুশ দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলো আঞ্চলিক ভাষা, গণিত, অঙ্কন, সঙ্গীত, শরীর চর্চা, শারীরিক শ্রম, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ইতিহাস। অরুশ এলাকায় আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া ছাত্রদের ইচ্ছানুসারে, ঐচ্ছিক হিসাবে সপ্তাহে বাড়তি ২ বা ৩টি ক্লাসে রুশ ভাষা পড়ানো হয়।

চীন দেশে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী বা দ্বিতীয় কোন ভাষা পড়ানো হয় না। আর. এফ. প্রাইস (R.F Price) তার Education in Communist China গ্রন্থে লিখেছেন (১৯৭৫)—চীনে গণতন্ত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছ'টি শ্রেণী। এই স্তরে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত কোন বিদেশী ভাষা পড়ানো হয় না। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে বিদেশী ভাষা শেখানো হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পাঠক্রম R.F. Price উল্লেখ করেছেন তা হলো ঃ

1. Chinese Language
2. Arithmetic
3. History
4. Geography
5. Agricultural knowledge
6. Manual Labour
7. Physical Education
8. Singing
9. Drawing
10. Weekly Assembly

এর মধ্যে ইংরেজী ভাষা বা দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার উল্লেখ নেই। দেশের হিতৈষী ব্যক্তিরাও প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা দিতে নিষেধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ শিক্ষার প্রসারের পক্ষে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠটুকু দেশের সকল মানুষের কাছে পৌছে দেবার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষা যে প্রতিবন্ধক একথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে ইংরেজীর রাস্তা খুলে দিতে বলেছেন। গান্ধীজী সপ্তম শ্রেণীর আগে কোন মতে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া অনুচিত বলেছেন। এক সময়ে তিনি এত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, হরিজন পত্রিকায় ১৮৮৬-তে লিখেছেন— "আমি একে দ্বিতীয় ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবেও বিদ্যালয়ে স্থান দিতে চাই না-এটি থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। মানসিক দাসত্ব থেকেই আমরা ভাবি যে, ইংরেজী ছাড়া চলবে না। পরাজিতের এই মনোভাব আমার নয়।" জওহরলাল নেহরু হরিজন পত্রিকায় ১৯৩৭-এ লেখেন, -

"বিদেশী ভাষা এবং স্বদেশের প্রাচীন ভাষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শেখানো উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র কিছু বিশেষ পাঠ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জন্য প্রস্তুতি ছাড়া এগুলি আবশ্যিকভাবে শিক্ষণীয় হবে না।"

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এভাবে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিতে বারংবার নিষেধ করেছেন। বিভ্রান্ত অভিভাবকদের, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভ্রান্ত অংশকে বুঝে নিতে হবে-কাদের কথা শুনবেন। সন্তানের হিত চাই বলেই হিতাকাঙ্ক্ষীকে চিহ্নিত করতে হবে, ভাষা বিজ্ঞানীকে গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের ইংরেজী ভাষার জনৈক অধ্যাপক লিখেছেন,- প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী না শিখিয়ে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করলে অর্থের অপচয় ঘটবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা শেখাতে হলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে এবং শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজন হবে তার পরিমাণ বিপুল। এর চেয়ে উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা করলে তা দেশের পক্ষে সহজসাধ্য।

ভারতীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর D.P. Pattyanayak বলেছেন-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে দ্বিতীয় কোন ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা খুবই খরচ সাপেক্ষ এবং গুরুভার হয়ে দাঁড়াবে তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বহনে সক্ষম নয় এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় একটিমাত্র ভাষাই শেখানো হয়।

ঐ অধ্যাপক যে বলেছেন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শুরু করলে শিশুরা ইংরেজী শিক্ষায় অসুবিধায় পড়বে-অধ্যাপকের এই মতও বিশেষজ্ঞরা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। পরন্তু তাঁরা দেখিয়েছেন একমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষা সাবলীল হলেই ইংরেজী ভাল করে আয়ত্ত করা যায়। জনৈক শিক্ষাবিদ বলেছেন, যদি দ্বিতীয় ভাষা শেখায় কোন সুফল পেতে হয় তাহলে মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন অগ্রাধিকার পাবে। ইংরেজীর মতো একটি বিদেশী ভাষা শেখবার আগে মাতৃভাষায় ছাত্রের যথেষ্ট দখল থাকা দরকার। পূর্বে ডঃ গ্রিটনারের কথা বলা হয়েছে, তাঁর অভিমত হলো কোন ভাষায় নিবিড়ভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হলে আগে মাতৃভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করা দরকার-মাতৃভাষায় ক্ষমতা না থাকলে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ হবে না। আর মাতৃভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করা যায় প্রাথমিক স্তরে একমাত্র প্রথম ভাষায় শিক্ষার মাধ্যমেই। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী শিক্ষা শুরু করলে অসুবিধায় পড়তে হবে, এ যুক্তি কিন্তু বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের চিন্তা দ্বারা ও তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে একদিকে দেশের সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে যারা মাধ্যমিক শিক্ষার সীমার মধ্যে আসবে তাদের পক্ষে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী শেখায় বাধা হবে না। এইক্ষণে ইংরেজীকে বর্জন করার কথা ওঠেই না এবং সরকারও বলেনি। ইংরেজীর বিকল্প দ্বিতীয় ভাষা এখনও যখন দাঁড়ায়নি, তখন চাকরির জন্য, গবেষণার জন্য, বাণিজ্যের জন্য ইংরেজী শিখতে হবে। কিন্তু দেশের সমস্ত মানুষ চাকরি করে না, বিদেশে যায় না, গবেষণা করে না। কিন্তু দেশের সমস্ত মানুষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কেন উদ্দীপিত হবে না? প্রথাভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাওয়া তার অধিকার। শিক্ষা নদীর মতো গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগ্যমন্তের ফালি ফালি জমি উর্বর না করে বৃষ্টিধারার মতো আকাশ জুড়ে নেমে গ্রামসুদ্ধ জমি

৮-এর পাতায় দেখুন

## প্রাথমিক স্তরে

(৬-এর পৃষ্ঠার পর)

উর্বর করুক। এপথে যখন ইংরেজী বাধা তখন তাকে জোর করে রেখে দেবার পিছনে কোন শুভ উদ্দেশ্য রয়েছে? আর যারা এই প্রাথমিক শিক্ষা পেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সীমার মধ্যে আসতে পারবে, চাকরি করবে, প্রতিযোগিতায় নামবে, তারা তো মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজী পড়ে সে পথে এগুতেই পারবে। বরং তাদের ইংরেজী ভাষার প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে মিটানোর জন্যই ইংরেজীকে মাধ্যমিক শ্রেণী থেকে যত্ন নিয়ে শুরু করা বাঞ্ছনীয়। সকল বিশেষজ্ঞই বলেছেন, মাতৃভাষায় সাবলীলভাবে দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই বিদেশী ভাষা ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা সহজ হবে। অন্যথায় সন্তান না শিখবে মাতৃভাষা না শিখবে ইংরেজী। ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অসম্পূর্ণ থেকে তার শিক্ষালাভ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।